দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 10 MAR 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৮

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে চরম দুর্নীতি ॥ তদন্ত রিপোর্ট জমা হচ্ছে শীঘ্রই

মোশতাক আহমেদ ॥ চরম দুর্নীতি ও দলীয়করণের পাশাপাশি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বিতর্কিত ম্যুরাল নির্মাণের নামে অর্ধকোটি টাকা অপচয় করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে স্থাপিত এই ম্যুরালের উদ্বোধন নিয়েও রয়েছে বিতর্ক। উদ্বোধনের তারিখ একেক বার একেক সময় লেখায় এটি আসলে উদ্বোধন হয়েছে কিনা তা নিয়ে খোদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এদিকে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের চরম দুর্নীতির অভিযোগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট আগামী দু'তিন দিনের মধ্যেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়া হবে বলে দায়িত্বশীল একটি সূত্র জানিয়েছে। রিপোর্ট তৈরির কাজও প্রায় শেষ। জানা গেছে, চরম দুর্নীতি, অনিয়মসহ বিস্তর অভিযোগে ভরা তদন্ত রিপোর্টে। তবে তদন্ত কাজে সহযোগিতা না করার অভিযোগ উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্যের বিরুদ্ধে। তদন্ত কমিটির পক্ষে বার বার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র চাওয়া হলেও তিনি কমিটিকে গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র দেননি বলে অভিযোগ উঠেছে। এতে কমিটি রিপোর্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে কিছুটা দেরি হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান অনিয়ম ও দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা, দলীয়করণসহ বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে দৈনিক জনকণ্ঠসহ পত্রপত্রিকায় খবর প্রকাশের পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য অধ্যাপক তারেক শামসুর রেহমানকে প্রধান করে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। এদিকে দুর্নীতি দমন কমিশনও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তদন্ত করছে বলে জানা গেছে।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্রগুলো বলেছে, উপাচার্য অধ্যাপক এরশাদুল বারী দুর্নীতি, অনিয়মের পাশাপাশি ইট-পাথরের মাধ্যমে ইতিহাসের পাতায় নিজের নাম লেখার বাসনায় উপাচার্যের পদটি ব্যবহার করেন। উপায় হিসেবে তিনি ব্যবহার করেন বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্বোধিত ও অর্ধ সমাপ্ত

(১১- পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে

(১২-এর পাতার পর)

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি ম্যুরাল স্থাপনাকে।

উপাচার্য বারী প্রথমত বিগত সময়ের এগারো লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত কনক্রীটের স্থাপনাটিকে (প্রস্তাবিত ম্যুরালের পাদপীঠটিকে) কিছুত কিমাকার পদ্ধতিতে, কোন প্রকার শৈল্পিক রীতিনীতি ব্যতিরেকে, গোল বয়লার আকৃতির একটি ঢাউস স্থাপনা দ্বারা ঢেকে দেন। দ্বিতীয়ত কিছুতকিমাকার এই বয়লারের পেছনে একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতির দীর্ঘ দেয়াল নির্মাণ করেন। এই দেয়ালে উপাচার্য বারী মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চিত্রিত করেন, যে ইতিহাস জেনারেল অরোরার কাছে হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে শেষ হয়। অতঃপর বয়লারসদৃশ স্থাপনার উপরিভাগে পুনরায় জেনারেল অরোরার কাছে আত্মসমর্পনের দৃশ্য চিত্রিত করেন এবং এর পাশাপাশি চিত্রিত করেন প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণার দৃশ্য। অতঃপর সমগ্র স্থাপনার পরিকল্পক, সূচনাকারী ও স্রষ্টা হিসেবে নিজের নামটি বয়লারগাত্রে সংযোজন করেন।

পরবর্তীতে উপাচার্য বারী বয়লারের মাথা থেকে বিশেষভাবে ফোকাসকৃত জেনারেল অরোরার কাছে আত্মসমর্পণের দৃশ্যটি শাপলা ফুলের একটি ছবি দিয়ে প্রতিস্থাপন করেন। এতে করে পুরো শিল্পটি আরও কদাকার হয়ে পড়ে। সূত্রমতে, শিল্পগত ধারণা ও অর্থ সংস্থান প্রশ্নে উপাচার্য বারী ও ম্যুরাল শিল্পী মৃণাল হক দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন। এতে বয়লারগাত্রের নিম্নাংশ চিত্রিত হয় ম্যুরাল শিল্পী মৃণাল হকের দ্বারা এবং উর্ধাংশ চিত্রিত হয় উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাফিক্স শিল্পী আশ্বাসের দ্বারা। ফলে শিল্পকর্মটির মাথা হয়ে যায় কুম্ভিগীরের আর দেহ হয়ে যায় কবির। আর এই উদ্ভট সৃষ্টির পেছনে ইতোমধ্যে অর্ধকোটি টাকা ব্যয় হয়েছে বলে জানা গেছে।

উপাচার্য বারী তাঁর অনুকূলে রাজনৈতিক সমর্থন বৃদ্ধির স্বার্থে আলোচ্য ম্যুরালগাত্রে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়ার একটি বড় চিত্র অঙ্কন করেন। চিত্রে দেখানো হয় তিনি এটি উদ্বোধন করছেন। উদ্বোধনের তারিখ লেখা হয় ৭ জুন, ২০০৩। বিশ্ববিদ্যালয়েরই অনেকে বলেছেন, এদিন বেগম খালেদা জিয়া উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এলেও নির্ভর্কিত ম্যুরালটি উদ্বোধন করেননি। কিছুদিন পর আবার উদ্বোধনের তারিখ লেখা হয় ৭ জানুয়ারি, ২০০৫। অতঃপর লেখা হয় ২ অক্টোবর, ২০০৬। আশ্চর্যজনক হলো বর্তমানে উদ্বোধনের তারিখ লেখা আছে ২০০। ২০০ পরের জায়গা ফাঁকা রয়েছে। অর্থাৎ শেষের অঙ্কটি মুছে ফেলা হয়েছে।

শুধু তাই নয়, এরশাদুল বারীর বিরুদ্ধে গৃহনির্মাণের নামেও টাকা আত্মসাত করার অভিযোগ পাওয়া গেছে ।